তারিখ 26 APR 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

প্রথম আলো

তনু হত্যার বিচার দাবিতে আধা বেলা হরতাল

# পুলিশ ও ছাত্রলীগের লাঠিপেটায় আহত ৩০

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

তনু হত্যাকাণ্ড

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী সোহাগী জাহান তনু হত্যাসহ দেশজুড়ে অব্যাহত গুম-খুন-ধর্ষণ ও বিচারহীনতার প্রতিবাদে গতকাল সোমবার সারা দেশে আধা বেলা হরতাল পালিত হয়েছে।

হরতালে বরিশালে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের ওপর পুলিশ ও রংপুরে ছাত্রলীগের পিটুনিতে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে মহাসড়ক অবরোধকালে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের লাঠিপেটায় আহত হন আরও ১০ জন।

প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর দুটি জোট—প্রগতিশীল ছাত্র জোট ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্য এই হরতালের ডাক দেয়। ৭ এপ্রিল তনু হত্যার বিচারের দাবিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দেয়। ওই দিন সরকারকে তনু হত্যার বিচারের দাবিতে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়ে গতকালের এই হরতাল আহ্বান করা হয়।

হরতালে সমর্থন ছিল সিপিবি, বাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টিসহ ১৪টি রাজনৈতিক দলেরও। এ ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পেশাজীবী ও নারী সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও হরতালের সমর্থনে মাঠে ছিলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

# ছাত্রলীগের লাঠিপেটায় আহত ৩০

শেষ পৃষ্ঠার পর

ঢাকা ও ঢাকার বাইরে প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

হরতালের সমর্থনে শাহবাগে গোল হয়ে বসে নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন। সংগঠনগুলো আলাদাভাবে বিভিন্ন সময়ে বিক্ষোভ মিছিল করে। এ ছাড়া মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড, পল্টন মোড়, মৌচাক মার্কেটের সামনে, মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বর, সূত্রাপুর-সদরঘাট এলাকায় দুই জোটের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও মিছিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল হরতালকারীদের কার্যক্রম। ক্রমে বিভিন্ন এলাকা থেকে পুলিশ ও সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনগুলোর হামলা ও মারধরের খবর আসতে থাকলে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিল করেন তাঁরা।

দুপুরে সমাপনী বক্তব্যে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের সমন্বয়ক আশরাফুল আলম সোহেল বলেন, হামলা ও আটক করে শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্য দাবির আন্দোলন কখনোই বানচাল করা যাবে না।

ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি সৈকত মল্লিক এই আটক ও হামলার প্রতিবাদে আজ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ডাক দেন।

বরিশালে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের সংগঠক বাদল বিশ্বাস বলেন, হরতালের সমর্থনে মিছিল শেষে সকাল ১০টার দিকে অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে সমাবেশ করতে চাইলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। একপর্যায়ে ব্যানার ছিনিয়ে নেয় এবং লাঠিপেটা শুরু করে। এতে আহত হন অন্তত ১৫ জন। কয়েকজনকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে বরিশাল মহানগর পুলিশ কমিশনার লুৎফর রহমান মণ্ডলের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

রংপুর শহরের লালবাগ এলাকায় দুপুরে ছাত্রলীগের কর্মীরা ছাত্র জোটের পাঁচ নেতা-কর্মীকে পিটিয়ে আহত করেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান হামলায় তাঁদের কোনো নেতা-কর্মী জড়িত নন বলে দাবি করেছেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন। এ সময় তাঁদের লাঠিপেটা করে পুলিশ। পরে ১২ জন শিক্ষার্থীকে আশুলিয়া থানায় নিয়ে যায় তারা। ছাত্র জোট ও ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে সকাল ছয়টা থেকে অবরোধ শুরু হয়। সাড়ে আটটার দিকে পুলিশ অবরোধ তুলে নিতে বলে শিক্ষার্থীদের। এতে অস্বীকৃতি জানালে পুলিশ লাঠিপেটা করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। লাঠিপেটায় ১০ জন আহত হন।

আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) আকবর আলী খান বলেন, শিক্ষার্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়েন। এতে চার পুলিশ সদস্য আহত হন। পরে পুলিশ ধাওয়া দিয়ে শিক্ষার্থীদের সরিয়ে দেয়। ঘটনাস্থল থেকে কয়েকজনকে থানায় নেওয়া হয়। বিকেলে তাঁদের মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কুমিল্লা নগরের কান্দিরপাড়, লিবার্টি মোড়, পুবালী চত্বর, রাজগঞ্জ ও নজরুল অ্যাভিনিউ এলাকায় সকালে ছাত্রজোটের নেতা-কর্মীরা লাঠি হাতে পিকেটিং করেন।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল যৌথভাবে রাজধানীর পল্টন, প্রেসক্লাব, বিজয়নগর এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। পরে এক বিবৃতিতে সিপিবির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবু জাফর আহমেদ ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান দেশের বিভিন্ন স্থানে হরতালের মিছিল-সমাবেশে হামলা ও গ্রেপ্তারের নিন্দা জানান। তাঁরা গ্রেপ্তারকৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করেন। জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলও পুলিশি হামলা ও গ্রেপ্তারের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি বদরুদ্দীন উমর ও সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিমের দেওয়া বিবৃতিতে এই নিন্দা জানানো হয়।

এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি লাকী আক্তার ও সাধারণ সম্পাদক জি এম জিলানী বলেন, পুলিশের অসহিষ্ণু আচরণই প্রমাণ করে যে তনুর ধর্ষণ ও হত্যাকারীদের রক্ষা করতে এই রাষ্ট্র বদ্ধপরিকর।